খবর

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ নিয়ে পাইলট প্রকল্প শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

বণিক বার্তা

জুন ২৩, ২০২২ |

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে (পাইলট) একটি প্রকল্প শুরু করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। এ যাত্রায় মন্ত্রণালয় ও আইএলওকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে আসছে নেদারল্যান্ডস ও জার্মানি সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় আয় সুরক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে উন্নত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় থাকবেন রফতানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের (আরএমজি) শ্রমিকরা।

সম্প্রতি আইএলও এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (এমওএলই) যৌথভাবে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) প্রকল্পের পাইলট প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এহসান-এ-এলাহী, আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পৌটিআইনেন; জার্মানি, নরওয়ে ও

নেদারল্যান্ডসের দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, এনসিসিডব্লিউই, শ্রমিক সমিতি, উন্নয়ন সহযোগী ও অন্যান্য জাতীয় স্টেকহোল্ডারদের গণ্যমান্য প্রতিনিধি।

প্রধান অতিথি সালমান এফ রহমান বলেন, সরকার দেশের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সর্বদা সচেষ্ট এবং প্রকল্পটি তারই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পৌটিআইনেন বাংলাদেশের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, দেশের তৈরি পোশাক শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত নিরাপত্তা মজবুত করতে ইআইএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপও বটে। সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে কাজ করে একটি আধুনিক ও সমসাময়িক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা তৈরি করতে পেরে আইএলও ভীষণ আনন্দিত। এমন একটি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হবে।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, ইআইএস শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে, বিশেষ করে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। আমরা শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এমন আরো উদ্যোগে অংশগ্রহণে আগ্রহী। ()

ঢাকায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ব্যাস ব্লাও বলেন, বাংলাদেশে ইআইএস পাইলট প্রোগ্রাম চালুতে পাশে থাকতে পেরে নেদারল্যান্ডস অত্যন্ত আনন্দিত। যেহেতু এ খাতে প্রতিযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা একত্রে চলে, তাই প্রোগ্রামটি সব ক্ষেত্রেই লাভজনক হতে পারে।

ঢাকায় অবস্থিত জার্মান দূতাবাসের ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন প্রধান জোহানেস স্নাইডার বলেন, বাংলাদেশের এ সংস্কার প্রক্রিয়ার শীর্ষে থাকবে ইআইএস পাইলট প্রোগ্রাম। কারণ এতে আমাদের কাছে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি স্কিম রয়েছে, যা কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ও দারিদ্র্য থেকে শ্রমিকদের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবে।